বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স)

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়, কোম্পানী সচিবালয়

মাসিক সমন্বয় ২য় সভা ফেব্রুয়ারি, ২০১৯-এর কার্যবিবরণী

www.bapex.com.bd

কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে বাপেক্স বোর্ডরুমে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। তিনি বাপেক্সের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আরও আন্তরিকতার সাথে পালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অধিকন্তু প্রকল্পসহ সকল বিভাগ ও উপবিভাগের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধিসহ নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে তিনি মহাব্যবস্থাপক ও কোম্পানী সচিব মহোদয়কে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরুর নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর দফা ওয়ারী আলোচনাসহ নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়কারী বিভাগ
১।	পদোন্নতি সংক্রান্ত	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সভার শুরুতে, বাপেক্সের কর্মকর্তাগণের পদোন্নতি দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে চাইলে মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সভাকে এ মর্মে অবহিত করেন যে, নতুন কমিটির মাধ্যমে ৩১.০১.২০১৯ তারিখের মধ্যে পদোন্নতি সম্পন্ন করার কথা থাকলেও কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা, যোগদান না মেধার ভিত্তিতে হবে সে সম্পর্কে মতদ্বৈততা হওয়ায় এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চাওয়ার বিষয়ে সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। এ সংক্রান্তে মূল্যায়ন কমিটির স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন ২৬.০২.২০১৯ তারিখে প্রশাসন বিভাগ হাতে পেয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় প্রশ্ন করেন যে, কবে নাগাদ কর্মকর্তাগণের পদোন্নতি দিতে পারবেন? এ বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) বলেন যে, কর্মকর্তাগণের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে কমিটির সদস্যগণ ভিন্নমত পোষণ করায় এবং বাপেক্স এর জ্যেষ্ঠতার তালিকা যোগদানের ভিত্তিতে হওয়ায় এবং এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রতিনিধি কর্তৃক মেধার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করতে বলায় তা নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা পেট্রোবাংলা-তে পাঠানো হয়েছে। পেট্রোবাংলা যে সিদ্ধান্ত দিবে তা বাস্তবায়ন করা হবে। মহাব্যবস্থাপক(ডাটা ম্যানেজমেন্ট) এ বিষয়ে বলেন যে, বাপেক্স এর চলমান নিয়মানুযায়ী জ্যেষ্ঠতা যোগদানের ভিত্তিতে, কিন্তু চাকুরিবিধি ১৩(২) অনুযায়ী এবং মন্ত্রণালয় ও IBA-এর প্রতিনিধি মেধা তালিকার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণপূর্বক পদোন্নতি প্রদানে মত দেন বিধায় বিষয়টি নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পদোন্নতি প্রদান করা সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে পরিচালক (অনুসন্ধান) সেলিনা শাহনাজ বলেন যে, একই দিনে যোগদান করলে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি মেধার ভিত্তিতে নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (পরীক্ষাগার) বলেন যে, বাপেক্স এর চাকুরি প্রবিধানমালার প্রবিধি ১৩.১ ও ১৩.২ অনুসরণ বা বুঝার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে চাকুরি বিধির	(১) ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের মধ্যে বাপেক্সের কর্মকর্তাগণের পদোন্নতি প্রদানের জন্য প্রনীতব্য জ্যেষ্ঠতার তালিকা 'যোগদান' না 'মেধার' ভিত্তিতে হবে এ বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য বিস্তারিত উল্লেখ করে পেট্রোবাংলাকে চিঠি পাঠানো হবে। (২) পেট্রোবাংলা হতে দ্রুততম সময়ে মতামত সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য সময় বৃদ্ধি করে চলমান পদন্নোতি প্রক্রিয়া স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রশাসন বিভাগ

		৫৫ (২) অনুযায়ী এ সংক্রান্ত সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণের নির্দেশনা রয়েছে। নিয়মানুযায়ী পদোন্নতি দিতে সমস্যা হলে সরকারী নিয়মানুযায়ী জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণপূর্বক পদোন্নতি দেয়া যেতে পারে। এরপর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন, যে পদ্ধতিতেই হোক সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, বাপেক্স এর প্রবিধানমালার প্রবিধি ১৩.১ ও ১৩.২ এর বিষয়ে অস্পষ্টতার কিছু নেই এবং পেট্রোবাংলা, বাপেক্স চাকুরি বিধি ও তফসিলে বর্ণিত বিধি-বিধান অনুসরণের নির্দেশনা দিবে। প্রসঙ্গত তিনি এমজিএমসিএল এর বিষয়ে পেট্রোবাংলার মতামত সভাকে অবহিত করেন। পরিশেষে তিনি দ্রুততম সময়ে পদোন্নতি কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য পেট্রোবাংলাকে চিঠি পাঠানোর নির্দেশনা দেন।		
২।	গাড়ী বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত	এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন যে, উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের পদোন্নতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ার প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হলো এবং বাপেক্স এর কর্মকর্তাগণের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে গাড়ী বরাদ্দ দিতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমতি নিয়ে প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প-২) বলেন যে, ড্রিলিং ফিল্ডে অনেক প্রকল্প পরিচালক ও ডিজিএম-গণকে ছোট গাড়ি নিয়ে যেতে হয়, যা অনেক সময় ঝুকিপূর্ণ এবং দূরবর্তী জায়গায় অনেকে ছোট গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন না। এতে ড্রিলিং ফিল্ডের কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকি ও পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তিনি গাড়ি বরাদ্দের বিষয়ে কোম্পানীর অনুমোদিত TOE অনুসরণের অনুরোধ করেন। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) কে এ বিষয়ে 'দপ্তর আদেশ' করার সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সাথে আলোচনা করার নির্দেশ দেন। এরপর মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল) বলেন যে, ১৩ টি গাড়ি মেরামত করা প্রয়োজন এবং ২টি গাড়ি মেরামতযোগ্য নয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর নির্দেশনা না মেনে একইসাথে অনেক নথি উপস্থাপন করার ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।	বাপেক্সের কর্মকর্তাগণের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে যথানিয়মে গাড়ী বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।	প্রশাসন বিভাগ
৩।	প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় রূপকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও কর্মকর্তাদেরকে বিভিন্ন প্রতিবেদনের বিষয়ে সতর্ক এবং যথেষ্ঠ সময় প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে উপস্থিত প্রকল্প পরিচালক/প্রতিনিধিগণকে স্ব-স্ব প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিত করার নির্দেশ দেন। প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক) জনাব তারিকুল ইসলাম বলেন যে, প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী আলোচ্য অর্থবছরে ১৫০০ লাইন কি.মি. সাইসমিক করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ পর্যন্ত ১১০৪ লাইন কি.মি. সাইসমিক সম্পন্ন হয়েছে এবং আলোচ্য অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।	(১) অন্যের উপর নিরর্ভশীল না থেকে প্রকল্পের অগ্রগতি স্ব-স্ব প্রকল্প পরিচালককে নিজে তদারকী করার এবং Time to time ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।	স্ব-স্ব প্রকল্প পরিচালক

		প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প-২) জনাব জহুরুল ইসলাম বলেন যে, সকার-এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির মধ্যে সমস্যা আছে। **Payment variation** আছে এবং চুক্তি সংশোধন না করা পর্যন্ত বিল পরিশোধ করা যাবে না। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন যে, রূপকল্প-২ এর তথ্যের ভিত্তিতে এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ এবং তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া সকার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে চুক্তির শর্ত মোতাবেক **Terminate** করার বিষয়টি উল্লেখ করে সকারকে চিঠি প্রেরণের নির্দেশনা দেন। এছাড়া আরডিপিপি সংশোধন করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর স্বাক্ষর নিয়ে পেট্রোবাংলাতে পাঠাতে হবে।	(২) সকার এর নিকট প্রেরিতব্য পত্র প্রস্তুত করে আগামী ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এর সাথে আলোচনা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প-২)
		প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প-১) জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন যে, প্রকল্প এলাকায় গাছ কাটার জন্য সামাজিক বন বিভাগের অনুমতি লাগবে। মাটি ভরাট শেষ হয়েছে এবং এলাকায় চারদিকে কাটা তারের বেড়ার কাজ চলছে। এছাড়া সেখানে লোকবল থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পানির পাম্প, টয়লেট তৈরিতে টাকার প্রয়োজন। অস্থায়ীভাবে এগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। পানির পাম্পের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় পুনঃটেন্ডারের পদক্ষেপ নিতে বলেন। এছাড়া প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, রিগ স্থানান্তর করতে সময় লাগবে এবং টাকারও প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরিচালক (অপারেশন) এসমস্ত কাজে আর্থিক খরচ বাপেক্স থেকে প্রদান করা যায় কিনা এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাপেক্স এর হিসাবে অর্থ স্থানান্তরের বিষয়টি খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেন। মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) বাপেক্স হতে প্রকল্পে অর্থ স্থানান্তর/প্রদানের জন্য বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে মর্মে মতামত প্রদান করেন। এছাড়া মহাব্যবস্থাপক (ডাটা ম্যানেজমেন্ট) একটি ড্রিলিং শেষ হওয়ার পর পরবর্তী ড্রিলিং এ রিগ স্থানান্তরের জন্য বাপেক্স-এর নিজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেন। মহাব্যবস্থাপক (পরীক্ষাগার) বলেন, খনন ফিল্ডের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে অনেক কাজ করার দরকার পড়ে যা পূর্ব হতে পরিকল্পনা করে রাখা যায় না। কিন্তু খরচের বিষয়ে তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা না করে পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয় হতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে ব্যাখ্যা/তথ্য চাওয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকগণকে বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় বিধায় DPP প্রণয়ন পর্যায়ে খনন ফিল্ডের প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষনিক খরচের জন্য ১টি ফান্ড/তহবিল সৃষ্টির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানান। মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) বলেন বিভিন্ন খাতের খরচ পরবর্তীতে যার যার খরচ তারমত করে অনুমোদন করে নিতে হবে। কিন্তু প্রকল্প পরিচালকরা অভিমত দেন যে, পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট খাতের খরচ আবার বোর্ডের অনুমোদন নিতে হলে তা হবে সময় সাপেক্ষ। ব্যবস্থাপনা	(৩) ভবিষ্যতে DPP প্রস্তুত ও প্রনয়নের সময় আলোচিত সমস্যা গুলোকে গুরত্ব দিয়ে DPP প্রস্তুত করতে হবে। (৪) বিভিন্ন খনন প্রকল্পের আওতায় তাৎক্ষনিকভাবে যেসব কাজ করতে হবে সেসব কাজের জন্য বাপেক্স হতে ১টি (৫-১০ কোটি টাকা) তহবিল সৃষ্টিসহ তা ব্যবহারের জন্য বোর্ড এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা) মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ)

		পরিচালক মহোদয় নিজস্ব রিগ দ্বারা খননের জন্য খরচ একবারেই অনুমোদন নেওয়ার নির্দেশনা দেন।		
		প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প-৩) বলেন যে, কসবা-১ এ অতিরিক্ত ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য খরচ ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণে সমস্যা হয়েছে। তাদের বেতন বাপেক্সের চাকরি খাত/জব খাত থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, মাদারগঞ্জের রিগ আনার ব্যাপারে রাস্তার সমস্যা দেখা দিয়েছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আরডিপিপি চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন যে, অতিরিক্ত ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের বেতন বোর্ড থেকে অনুমোদন নিয়ে রাজস্ব খাত থেকে দিতে হবে। এছাড়া রিগ স্থানান্তর ও অন্যান্য মালামাল হস্তান্তরের জন্য খরচ একবারেই অনুমোদন নেওয়ার নির্দেশনা দেন।	(৫) কসবা-১ কূপ খনন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকগণের বেতন-ভাতা পরিশোধের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প-৩) ও মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ)
		প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প-৫) বলেন যে, সকারের মাধ্যমে রিগ স্থানান্তর ও অন্যান্য মালামাল হস্তান্তর করা হয়েছে এবং অল্প কিছু কাজ বাকি আছে। স্থানীয়ভাবে টাকা প্রদান না করায় তারা সকার এর কোন কাজ করতে রাজি না। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন যে, মার্চ, ২০১৯ এর মধ্যে সকারকে সমস্ত টাকা পরিশোধ করা হবে। প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প-৫) আরো বলেন যে, সিভিল ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রকল্পের কাজ শুরুর আগেই নক্সা হস্থান্তর করা হয়েছে কিন্তু এখনো Civil Works শেষ হয়নি। সকার বলেছিল রাস্তার সমস্যা আছে কিন্তু নির্দিষ্ট কি সমস্যা তা তারা উল্লেখ করেনি। এছাড়া রাস্তা সংকীর্ন হওয়ায় কয়েকটি স্থাপনা ভাঙা হয়েছে এবং গাছ কাটা হয়েছে। ডিপিপি-তে রাস্তা করার সমস্ত খরচ বাপেক্স থেকে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা করার জন্য ডিপিপি-তে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময় দেওয়া ছিল। এছাড়া এ প্রকল্পে ৫টি ওয়ার্কওভার ও ২টি ড্রিলিং কাজ ছিল। এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন যে, কৈলাসটিলার ওয়ার্কওভার হয়েছে। তিতাস ৬/৭ ওয়ার্কওভার কাজ শুরু হয়েছে। সেমুতাং এর ড্রিলিং সম্পন্ন হয়েছে। আগামি জুনের মধ্যে বেগমগঞ্জ ড্রিলিং শুরু করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প-৫) আরো বলেন যে, প্রকল্প এলাকায় অফিস চালনার জন্য টাকা প্রয়োজন। প্রকল্পের দুঃখ দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে এখনই পেট্রোবাংলায় পত্র পাঠানো দরকার। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এ বিষয়ে ১টি পত্র প্রস্তুতের নির্দেশ দেন।	(৬) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সকার-কে কাজ শেষ করার বিষয়ে পত্র মারফত অবহিত করতে হবে। (৭) প্রকল্পের কাজে সৃষ্ট সমস্যাবলীর বিষয়ে পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপমহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প-৫)
		২ডি সাইসমিক প্রকল্পের প্রতিনিধি বলেন যে, সর্বমোট ২৭০০ লাইন কি.মি. সাইসমিক করার কথা ছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত ২৪০০ লাইন কি.মি. সাইসমিক করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় জনাব মইনুল হোসেন, উপমহাব্যবস্থাপক (ভূপদার্থ)-কে সকল ধরনের সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করে নতুনভাবে ১টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত (DPP) করার নির্দেশনা দেন।		
৪।	পূর্ত কার্যক্রম বিষয়ক	নির্মাণ বিভাগের প্রতিনিধি জনাব তারেক আহমেদ	চলমান প্রকল্পসমূহের	

		বলেন, প্রকল্পসমূহের পূর্ত কাজ এগিয়ে চলছে। পূর্ত কাজ তদারকির জন্য ডিজিএম (সিভিল) প্রকল্প স্থল পরিদর্শনরত আছেন।	নির্মাণ কাজ যথা সময়ে এবং দ্রুত শেষ করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।	নির্মাণ বিভাগ
৫।	স্টোর ইনভেন্টরী সংক্রান্ত	উপমহাব্যবস্থাপক (আইসিটি) সভাকে এ মর্মে অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ডাটা ইনপুটপূর্বক ই-স্টোর ইনভেন্টরীর কাজ শুরু হয়েছে এবং ই-স্টোর ইনভেন্টরীর জন্য **Software** এর উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য ই-স্টোর ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গত পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং বিষয়টি বোর্ডকর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ই-স্টোর ইনভেন্টরীর কাজ আরো কার্যকরী করার জন্য **Store Accounts** সম্পৃক্ত করে অভিন্ন কোডিং প্রচলনের উদ্দেশ্যে **Software** আপগ্রেড করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ই-স্টোর ইনভেন্টরীর কাজ আরো কার্যকরী করার জন্য **Store Accounts**, প্রকিউরমেন্ট ও এইচ আর মডিউল সংগ্রহ করতে হবে।	পরিকল্পনা বিভাগ (আইসিটি উপবিভাগ)
৬।	ই-নথি সংক্রান্ত	উপমহাব্যবস্থাপক (আইসিটি) বলেন, জানুয়ারিতে আমরা ই-নথিতে ৬ষ্ঠ ছিলাম কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে ৯ম হয়ে গেছি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ই-নথি ব্যবহারে কর্মকর্তাগণকে অব্যাহতভাবে অনুপ্রেরণা দেওয়ার নির্দেশনা দেন।	ই-নথি ব্যবহারের জন্য বাপেক্স এর ইন্টারনেট স্পীড বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।	পরিকল্পনা বিভাগ (আইসিটি উপবিভাগ)
৭।	মামলা সংক্রান্ত অগ্রগতি	এ সংক্রান্তে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানীর চলমান মামলাসমূহের বর্তমান অবস্থা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে অবহিত করা হয়। তিনি মামলা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম মনিটরিং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি যথা সময়ে প্রতিবেদন জমা প্রদানে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নিয়মিতভাবে যথাসময়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।	মামলা সংক্রান্তে যথাসময়ে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	**Law Cell** এর আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব।
৮।	বিস্ফোরক সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত	আলোচ্য বিষয়ে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিস্ফোরক সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিষয়ে ভূপার্থিক বিভাগের ব্যবস্থাপক ও প্রকল্প পরিচালক (২ডি সাইসমিক সার্ভে প্রকল্প) জনাব তারিকুল ইসলাম এবং ব্যবস্থাপক হাসান লতিফ সভাকে অবহিত করেন যে প্রতিবেদন প্রনয়নের কাজ চলমান আছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বিস্ফোরক সংক্রান্ত বিষয়ে ১ জন নিয়মিত কর্মকর্তার উপর দায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশনা দেন। এছাড়াও তিনি মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা/ ভূপদার্থিক) কে বিস্ফোরক সংক্রান্ত দাম জেনে নেওয়ার নির্দেশনা দেন এবং চিঠির পরিবর্তে টেলিফোনে তথ্য নিতে বলেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের প্রস্তাবনা অনুযায়ী মধ্যপাড়ার অব্যবহৃত বিস্ফোরক গ্রহণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সাড়ে ৪ টন বিস্ফোরক পোমরায় গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রসঙ্গে জনাব মইনুল, উপ-মহব্যবস্থাপক বলেন যে, ১ কেজি এক্সপ্লোসিভ থাকলেও তার মালিককে তা ডিসপোজ করে যেতে হবে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। মোড়কে ২০২০ সাল পর্যন্ত এক্সপ্লোসিভ এর মেয়াদ থাকলেও তা বাস্তবে থাকে না। মধ্যপাড়া যে এক্সপ্লোসিভ দিবে তা তাদের ম্যাগাজিনে রাখা যেতে পারে এবং বাপেক্স এর প্রয়োজনে সরাসরি তাদের ম্যাগাজিন হতে বিস্ফোরকসমূহ সংগ্রহপূর্বক ব্যবহার করা যেতে পারে।	বাপেক্স-এর পোমড়া ম্যাগাজিনে বর্তমানে বিস্ফোরক দ্রব্য মজুদের পরিমাণ, কোন কোন প্রকল্পের বিপরীতে **explosive** ক্রয় করা হয়েছে (মূল্যসহ) এবং অবশিষ্ট বিস্ফোরক সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।	ভূপদার্থিক বিভাগ ও আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম

		ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় জরুরীভিত্তিতে কোম্পানীর বর্তমান বিস্ফোরক মজুদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে নির্দেশনা দেন।		
৯।	Lay of কৃত কূপ/ জমি গ্রহণ/ প্রত্যর্পণ বিষয়ক	এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে জানানো হয় যে, গত ০৫-০২-২০১৯ তারিখে এতদসংক্রান্ত ১টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কমিটির সদস্যগণকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সকল স্থাপনা/অধিগ্রহণকৃত ভূমি সরেজমিনে পরিদর্শন করার নির্দেশনা দেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় পরিত্যাক্ত ফিল্ড/কূপগুলোকে তালিকা করে Lay of কৃত সমস্ত ভূমি/স্থাপনা প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশনা দেন। পরিত্যাক্ত ফিল্ড/কূপগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	Lay of কৃত কূপ/ জমি গ্রহণ/ প্রত্যর্পণ বিষয়ে কোথায় কতটুকু ভূমি/জমি রাখা দরকার এবং কতটুকু জায়গা অবমুক্ত করা সম্ভব হবে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	উপমহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ)
১০।	অডিট আপত্তি নিস্পত্তি বিষয়ক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কোম্পানীর অডিট আপত্তির সংখ্যার তথ্য জানতে চাইলে এ বিষয়ে উপমহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) বলেন ১২ টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে। আরো ২১ টি নিস্পত্তির পথে। ১৩ টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৩৫ টি অডিট আপত্তি সি এ জি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	অত্র অর্থবছরে ১০০টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।	উপমহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) ও উপমহাব্যবস্থাপক (ক্রয়)
১১।	মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক	মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের এইচআরএম উপবিভাগ সভাকে এ মর্মে অবহিত করে যে, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে বেশ কিছু বৈদেশিক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় প্রকল্প পরিচালক ও ভবিষ্যৎ প্রকল্প পরিচালকদের চুক্তি সংক্রান্ত, English Language, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরী প্রবিধানমালা, শ্রম আইন, PPR, PPA এবং DPP প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি Table of Content তৈরি করে স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রকল্প পরিচালক ও ভবিষ্যৎ প্রকল্প পরিচালকদের চুক্তি সংক্রান্ত এবং English Language বিষয়ে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ PPR, PPA, DPP, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেও চাকুরী প্রবিধানমালা, শ্রম আইন বিষয়ের উপর স্থানীয় প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।	পরিকল্পনা বিভাগ (HRM উপবিভাগ)
১২।	(বিবিধ): (১) গ্যাস উৎপাদন ফিল্ডের সার্বিক পরিস্থিতি	মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন) বলেন যে, ফেঞ্চুগঞ্জ ও অন্যান্য উৎপাদন ফিল্ড নাজুক অবস্থায় রয়েছে। ফেঞ্চুগঞ্জের ৩ নং কূপ থেকে ৭ mmscfd ও ৪ নং কূপ থেকে ৮ mmscfd গ্যাস উৎপাদিত হলেও পানি আসছে। শ্রীকাইল উৎপাদন ফিল্ড মাত্র ১৪ জন লোক দিয়ে চলছে এবং বেগমগঞ্জে আরো কম অথচ এখান থেকে গড়ে প্রতিমাসে ১.৬০ কোটি টাকার গ্যাস উৎপাদিত হয়। নতুনভাবে এ সকল ফিল্ডে টেকনিক্যাল লোক নিয়োগ দেওয়া উচিৎ। ৫ মাস হতে চলল কোন টেকনিক্যাল লোক না থাকায় যে কোন সময় বিপদ ঘটলে ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। শাহবাজপুর থেকে রিগ সরানো প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে প্রকৌশল বিভাগকে দায়িত্ব নিতে হবে।	(১) গ্যাসক্ষেত্রসমূহের বিদ্যমান অস্থায়ী জনবলকে সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দেয়া হলো।	মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
	(২) রূপগঞ্জ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের জন্য	(২) জনাব তারেক	

	গ্যাসক্ষেত্রের জমি রেজিস্ট্রি করণ সংক্রান্ত	সাময়িকভাবে বরাদ্দ নেয়া জমি অবিলম্বে বাপেক্স এর নামে রেজিস্ট্রি দলিল করার জন্য নির্দেশ দেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্য জনাব তারেক আহমেদ, ব্যবস্থাপক (নির্মাণ) কে দায়িত্ব প্রদান করেন। বাপেক্স হতে অর্থ প্রদান বিলম্ব হলে প্রয়োজনে অফিসার এসোসিয়েশনের তহবিল হতে প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রহণপূর্বক এপ্রিল/২০১৯ এর মধ্যে রেজিস্ট্রি সম্পন্নের নির্দেশ দেন।	আহমেদ, ব্যবস্থাপক (নির্মাণ) কে আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রি করণের কাজ সম্পন্নের নির্দেশ দেওয়া হলো।	নির্মাণ বিভাগ
	(৩) GTO কমিটি বিষয়ক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় অভ্যন্তরীন বিষয়াদি নিজেদেরে মধ্যে এতো আন্তঃবিভাগীয় পত্র না দিয়ে সকলে সমন্বয় করে আলোচনা করে কাজ দ্রুত করার নির্দেশনা দেন। এতদ্ব্যতীত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ভবিষ্যত কূপ খননের লক্ষ্যে GTO প্রস্তুতের কাজ ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে এ বিষয়ে কর্মরত জনবলের মধ্যে যোগ্যতমদের সমন্বয়ে ১টি টিম গঠনের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এ বিষয়ে ৪ জনের কমিটি করে ২য় তলায় ১২ জন বসার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। **Well location, GTO** ও **SOP** তৈরিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা/সুপারিশ প্রদানের জন্য ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক, পরীক্ষাগার ও টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের প্রধানগণের সমন্বয়ে ৪ জনের কমিটি গঠন করা হবে।	(ক) এ সংক্রান্ত বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য (১) মহাব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব), (২) মহাব্যবস্থাপক (ডাটা ম্যানেজমেন্ট) (৩) মহাব্যবস্থাঃ (পরীক্ষাগার) ও (৪) মহাব্যবস্থাপক (টেকনিক্যাল সার্ভিসেস)-এর সমন্বয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হলো। (খ) কমিটি ২য় তলায় ১২ জন কর্মকর্তাগণের বসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে। (গ) কমিটি ১২ সদস্যের ১টি দল (করনীয়সহ) গঠনের প্রস্তাব করবে এবং আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবর দাখিল করবে।	প্রশাসন বিভাগ

সভায় অন্য কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় উপস্থিত সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮.০২.২০১৯
(মীর মোঃ আব্দুল হান্নান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বিতরণঃ

১। পরিচালক ....
২। মহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান/প্রকল্প পরিচালক ....
৩। অফিস কপি।

অনুলিপি ঃ

১। উপব্যবস্থাপক (সমন্বয়), চেয়ারম্যান শাখা, পেট্রোবাংলা, ৩ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা।